দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 09 MAR 2015
পৃষ্ঠা 6 কলাম

# প্রসঙ্গ : সেশনজট ও শিক্ষাজীবন

যেই সমস্যার জাঁতাকল হইতে ক্রমেই উত্তরণ ঘটিতেছিল, পুনর্বার তাহাই যেন চাপিয়া বসিবার উপক্রম হইয়াছে। সেশনজট নামক ব্যাধিটি একজন ছাত্রের জন্য অভিশাপস্বরূপ। কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১২ সন হইতে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ থাকিয়াছে মোট ৩৪৫ দিন। ফলে বিভাগভেদে শিক্ষার্থীরা অন্তত তিন বৎসরের সেশনজটে পড়িয়াছে। প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কোন্দল, ছাত্র ধর্মঘটসহ নানা কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় ২২টি বিভাগের দশ সহস্রাধিক শিক্ষার্থী কাটাইতেছে উদ্বিগ্ন এক সময়। সময়মতো শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি না ঘটায় বিরাট এক মানসিক ও আর্থিক চাপে পড়িয়াছে তাহারা। জানা যায়, অনেক তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়াও প্রতিষ্ঠানটির সর্বরকম কার্যক্রম বন্ধ থাকিবার ফলে সৃষ্টি হইয়াছে এইরকম পরিস্থিতির। বিশ্ববিদ্যালগুলির আড়াই দশক পূর্ববর্তী সেশনজট হইতে বাহির হইয়া আসিতে কর্তৃপক্ষ ও সরকারের অনেক আন্তরিক পদক্ষেপ রহিয়াছে। অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অতীতের সেই সেশনজট এখন অনেকটাই অনুপস্থিত। কিন্তু কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে বাধাসৃষ্টিকারী উপাদানগুলি যে এখনো পরিপূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নাই, অস্বাভাবিক এই অচলাবস্থাই তাহার প্রমাণ।

ধারণা করা হয়, এইদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সেশনজটের একমাত্র কারণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা। কিন্তু গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখা যাইবে, রাজনীতি ভিন্ন বহু কারণেও অনেক সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে-যাহার সংখ্যাই এখন বেশি। গুটিকয়েক মানুষের স্বার্থসম্বলিত কারণে সাধারণ শিক্ষার্থীরা হইয়া পড়ে জিম্মি। তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কার্যকর পদক্ষেপের অভাব থাকিলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের অসহায়ত্ব বাড়িয়া যাইতে পারে অধিক পরিমাণে। তবে আশার কথা হইলো, দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ধীরে ধীরে উক্ত সমস্যা কাটাইয়া উঠিতেছে। অতি সম্প্রতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ও সেশনজট কাটাইয়া উঠিবার জন্য কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দেশের গুরুত্বপূর্ণ একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কারণ যাহাই হউক না কেন, এই প্রতিষ্ঠানটি এতোদিন বন্ধ থাকাটা একেবারেই কাম্য নহে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকিবার জন্য যে কারণগুলি সামনে উঠিয়া আসিয়াছে, শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখিয়াও ঐ সমস্যাগুলির সমাধান করা যাইতো। অভ্যন্তরীণ কারণে অস্থিরতা এবং তাহার ফলে শিক্ষা কার্যক্রমে বাধা গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এ যেন এক সাধারণ ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। বিগত কয়েকমাস যাবৎ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ধর্মঘটে নব্য প্রতিষ্ঠিত ঐ বিশ্ববিদ্যালয়টির সকল কার্যক্রমই স্থবির হইয়া পড়িয়াছে। ইহার আগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরকম একটি সংকটের সৃষ্টি হইলে তাহার সমাধানে বৎসরাধিককাল ব্যয় হইয়া যায়। ছাত্র, শিক্ষক এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া পূরণের আন্দোলন কিংবা অন্য কোনো কারণে শিক্ষা কার্যক্রম বাধাপ্রাপ্ত হইবে-শিক্ষায় অগ্রগতির এইকালে ইহা একরকম অভাবনীয়। অথচ দিনের পর দিন এইরকম দৃশ্যত ও আপাত অদৃশ্যমান বহু কারণ সাধারণ ছাত্রটির জীবনে অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষত, উচ্চতর বিদ্যাপীঠে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হইলে জরুরি ভিত্তিতে তাহার আশু সমাধান করা অত্যাবশ্যক। এইক্ষেত্রে, প্রয়োজনে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। দ্রুতই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান অচলাবস্থা হইতে বাহির আসিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। পাশাপাশি, এই সমস্যার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেই বিষয়েও সংশ্লিষ্টগণ বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন-আমাদের প্রত্যাশা এমনটিই।